সম্পাদকীয় ভূমিকা

মে দিবসের দিনেই প্রকাশিত হচ্ছে সর্বজনকথার সপ্তম জার্নাল। এই মে দিবস বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনলড়াইয়ের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও মতাদর্শিক শক্তি হাজির করে। পুঁজির বিকাশ শ্রমিক ছাড়া সম্ভব নয়। শ্রেণি হিসেবে তাই পুঁজিপতিরা যখন জগতে স্পষ্ট রূপ নিয়েছে, তখন শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্বও আড়ালে থাকেনি। উনিশ শতকের মধ্যে পুঁজিপতি একটি শ্রেণি হিসেবে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, তবে শ্রমিক শ্রেণির জন্য সংগঠিত হওয়া সহজ ছিল না। কাজের সময় কিংবা মজুরির তখন কোনো ঠিক ছিল না। ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হতো। পুরুষের পাশাপাশি নারী ও শিশু শ্রমিক অনেক, তারা অধিকতর নির্যাতিত। অবর্ণনীয় জীবন পরিবর্তনের জন্য ক্রমে শ্রমিকদের অসংখ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ তৈরি হয়, সংগঠন গড়ে ওঠে। শোষণ-পীড়ন-বৈষম্য ভরা বিশ্বের পরিবর্তনের মতাদর্শ স্পষ্ট রূপ নেয় মার্কসের মাধ্যমে। বহু বছরের চিন্তা লড়াই, চড়াই-উতরাই ভরা চেষ্টার ধারাবাহিকতায়ই আন্দোলন ও সংগঠন ব্যাপক আকার নেয়, ইউরোপের পাশাপাশি আমেরিকায়ও। ১৮৮৬ সালের মে মাসের ১ তারিখে তিন লক্ষাধিক শ্রমিকের ধর্মঘটের মধ্যে শিকাগো শহরে বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আতঙ্কিত পুঁজিপতি শ্রেণির পক্ষে রাষ্ট্র খেপে যায়। প্রথমে গুলিতে শহীদ হয় শ্রমিকরা, পরে প্রহসনের বিচার সাজিয়ে সংগঠকদেরও ফাঁসি দেওয়া হয়। দাবি ও আন্দোলন বৈশ্বিক মাত্রা পায়, মে দিবস হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস।

দাবি সামান্যই ছিল। ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার। অথচ এত বছর পরেও ৮ ঘণ্টা কাজ করে বাঁচার মতো মজুরির অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে বাংলাদেশ অনেক দূরে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নেহাত টিকে থাকতেও শুধু ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলেই হয় না, শিশুসহ পরিবারের একাধিক সদস্যকে কাজে যোগ দিতে হয়। এছাড়া মজুরিবিহীন শ্রমের অস্তিত্ব আছে, আছে নারীর অস্বীকৃত শ্রম। আইএলও কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করলেও সেই কনভেনশনে স্বীকৃত শ্রমিকদের বহু অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই সংখ্যায় এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি লেখা আছে। পাশাপাশি ২০১৫ সালের মে সংখ্যা সংগ্রহে রাখলে এ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্যবহুল বিশ্লেষণসমৃদ্ধ লেখা পাওয়া যাবে।

'শ্রেণি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি' শীর্ষক ধারাবাহিক লেখার দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন খাতের এই আনুপাতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে পেশাসহ বিভিন্ন পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয়ে গ্রাম-শহরের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আনুপাতিক আয়ের গতিমুখ কী তা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের গতিমুখ সব দেশের শ্রমজীবী মানুষকেই আরো ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। আরো অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও অনানুষ্ঠানিক খাতে পরিসর বাড়ছে, এই খাতেই নিরাপত্তাহীনভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। মাইক ডেভিসের প্রবন্ধে বিভিন্ন দেশে এই খাতের গঠন ও গতিমুখ নিয়ে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা বহুকাল ধরে নিরক্ষরতা, নিপীড়ন, অত্যাচার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার মধ্যে জীবন যাপন করে আসছে। দেশের প্রচলিত 'উন্নয়ন' ধাক্কায় উন্নতির বদলে দেখা দিচ্ছে আরো বিপদ। চুনারুঘাটে চা শ্রমিকদের আবাদি জমি দখল করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন তার একটি। এই সংখ্যায় এ বিষয়ক প্রবন্ধে চা শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার পাশাপাশি নতুন বিপদ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া অন্য সংখ্যাগুলোর মতো বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের জীবনকথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংখ্যায় এ রকম শ্রমিকের মধ্যে আছে বাংলাদেশের পাদুকা শ্রমিক, পুরান ঢাকার দর্জি শ্রমিক, পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক, দেহশ্রমিক (পতিতা) এবং ভারতের গার্মেন্টস শ্রমিক ও আখ শ্রমিক।

দেশকে দীর্ঘস্থায়ী বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে মানুষ ও পরিবেশবিধ্বংসী প্রকল্পের প্রতি সরকারি উন্মাদনা অব্যাহত আছে। এর সর্বশেষ শিকার চট্টগ্রামের বাঁশখালীর হাজার হাজার মানুষ। বাঁশখালী হত্যাকাণ্ড ও কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন ও অপপ্রচারের জবাব হিসেবে তিনটি লেখা দেওয়া হলো এই সংখ্যায়। সুন্দরবনবিনাশী প্রকল্পের বিরুদ্ধে দেশে ও বিদেশে আন্দোলন অব্যাহত আছে। গত ১০ থেকে ১৩ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে সুন্দরবন অভিমুখে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বানে জনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সংখ্যায় জনযাত্রা শেষে গৃহীত 'সুন্দরবন ঘোষণা' যুক্ত করা হলো। এছাড়া কয়লার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদন যুক্ত করা হলো।

দেশে লুণ্ঠন ও পাচারের অবিরাম নানা ঘটনায় এবার যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই জটিল বিষয়কে অনুসন্ধান করে লেখা প্রবন্ধ এ সংখ্যায় যুক্ত হলো। 'ভারতীয় দর্শন' ও 'জানা-অজানা পুলিশ কাহিনী'–এই দুটি ধারাবাহিক লেখা এ সংখ্যায়ও প্রকাশিত হলো। ইলিয়াসের মৃত্যুর কিছু দিন আগে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে ইলিয়াসের বাসভবনে মহাশ্বেতা দেবীর সাথে ইলিয়াসের কথোপকথনটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ শুরু হলো এই সংখ্যা থেকে। এছাড়া সর্বজনকথা ষষ্ঠ জার্নাল প্রকাশের পর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদপত্রের রিপোর্ট, কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে, এখানে সংকলিত হলো। এই সঙ্গে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। আছে 'পানামা পেপারস' নিয়ে মন্তব্য। এছাড়া ভেনেজুয়েলার সর্বশেষ নির্বাচনী ফলাফল, দেশি সম্পত্তিশালী ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারণা-চক্রান্ত এবং মাদুরোর বলিভারীয় উদ্যোগ নিয়ে একটি বিশেষ পর্যালোচনা এখানে প্রকাশিত হলো।

বাংলাদেশে তনু ধর্ষণ ও হত্যার বিষয়টি ত্বকী আর সাগর-রুনীসহ আরো অনেকের মতোই 'খুনি বা দুর্বৃত্তদের ধরা যাবে না'–সরকারের এ রকম সিদ্ধান্তের শিকারে পরিণত হচ্ছে। ধর্ষক ও খুনিদের পক্ষে সরকারের অবস্থানের কারণেই অবিরাম খুন, গুম, ধর্ষণ, নির্যাতন বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি বিনা বিচারে আটক, ক্রসফায়ার, সাদা পোশাকে তুলে নেওয়া, গ্রেপ্তার ও রিমান্ড বাণিজ্য এক ভয়ংকর নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর মুনাফার উন্মাদনায় উন্নয়নের নামে দানবীয় সব প্রকল্প আসছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হচ্ছে মানুষ। তবু প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ নতুন নতুন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে, সেটাই ভরসা।

২৩ এপ্রিল ২০১৬